পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

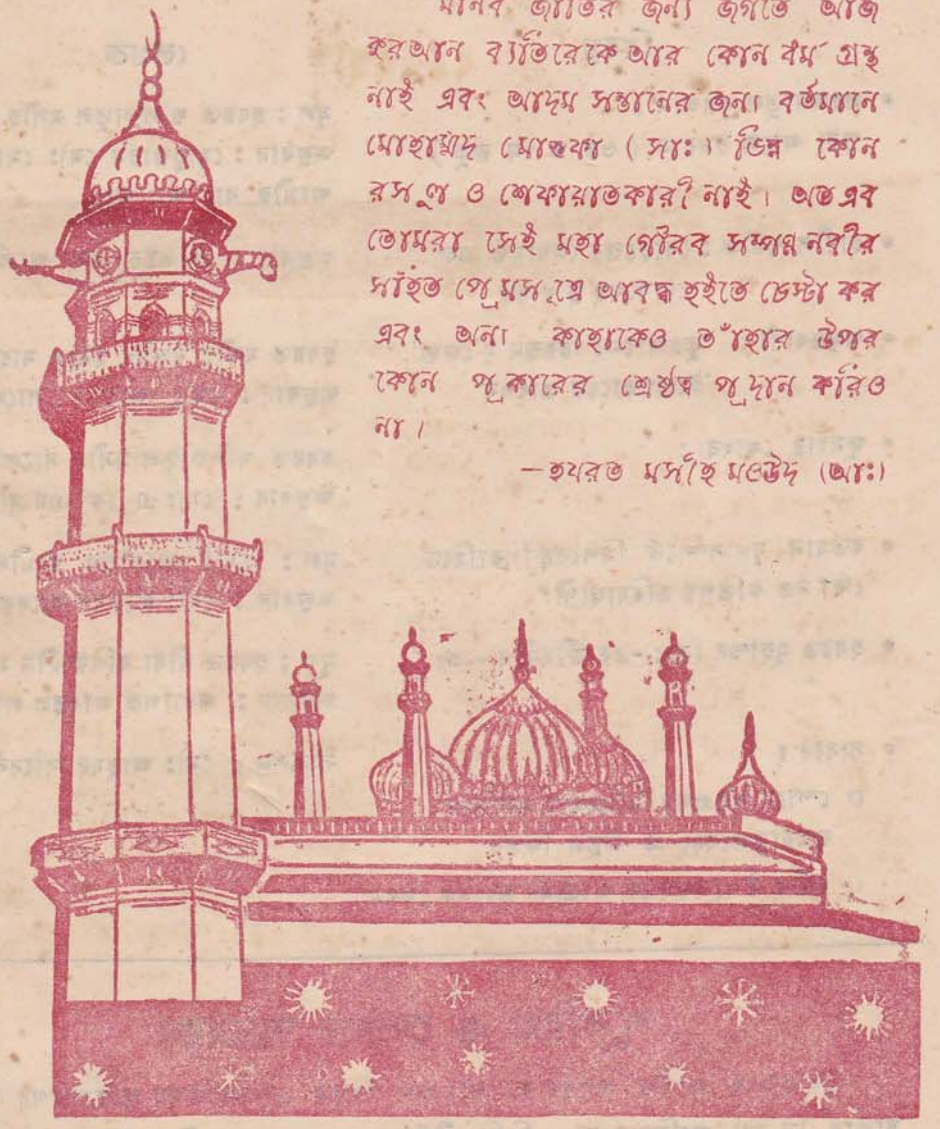

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং : ১৫ই জিলকদ ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং

৩৫শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আলে ইমরান (৬ষ্ঠ ও ৭ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : বেহেস্তের নেয়ামত এবং দোযখের দুঃখ-কষ্ট	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা' 'ইস্তেগফারের তাৎপর্য'	হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমুয়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ. কে' এম মুহিবুল্লাহ্	৭
* বর্তমান যুগ সম্পর্কে মিশরের পিরামিডে ক্ষোদিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী	মূল : মৌঃ মোহাম্মদ হামীদ কওসার অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী (– ৩)	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৭
* সংবাদ : ০ স্পেনে সর্বপ্রথম নির্মিয়মান মসজিদে জুময়াতুলবেদা ও ঈদুল ফিতর ০ ধর্মীয় উপাসনালয়ে আক্রমণ ভয়ানক ফেৎনা	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯

শুকরিয়া ও দোয়ার আবেদন

মোহতরম আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর আহমদনগর হইতে মঙ্গলমত ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় একমাস কালীন গুরুতর অসুখে থাকার পর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তবে কিছুটা দুর্বলতা রহিয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমীর সাহেবকে শীঘ্রই পূর্ণস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন।

বিগত অসুখের সময় যে সমস্ত জামাত ও ভ্রাতাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোয়া ও সদকা করিয়াছেন, মোহতারম আমীর সাহেব তাহাদের আন্তরিক শুকরিয়া ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং : ১৫ই তবুক, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

৬ষ্ট রুকু

৫৬। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্ বলিলেন, হে ঈস ! নিশ্চয় আমি তোমাকে (স্বাভাবিক) মৃত্যু দান করিব এবং তোমাকে আমার সমক্ষে উচ্চ মর্যাদা দান করিব এবং তোমাকে কাফেরগণ (-এর অভিযোগ সমূহ) হইতে পবিত্র করিব এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে তোমরা অস্বীকারকারীগণের উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করিব ; অতঃপর আমারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে ; তখন, তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে আমি উহার বিচার করিব।

৫৭। অতঃপর যাহারা কুফর করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিব ; ইহকাল এবং পরকালেও এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না।

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক (ও সময় উপযোগী) কার্য করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নেক কার্যের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন, এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।

৫৯। আয়াতসমূহ ও হিকমত পূর্ণ শিক্ষা হইতে ইহা আমরা তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি।

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ঈসার উদাহরণ আদমের উদাহরণের অনুরূপ, তিনি তাহাকে (অর্থাৎ আদমকে) শুষ্ক মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, হও, এবং সে হইয়া গেল।

৬১। ইহা তোমার রবের পক্ষ হইতে সত্য, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৬২। তোমার নিকট (ইলাহী) ইল্ম আসিবার পরে এখন যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে, তবে (তাহাকে) বল, এস আমরা আমাদের পুত্রগণকে ডাকি,

তোমরা তোমাদের পুত্রগণকে এবং আমরা আমাদের নারীগণকে এবং তোমরা তোমাদের নারীগণকে এবং আমরা আমাদের জাতিকে এবং তোমরা তোমাদের জাতিকে; অতঃপর সকাতরে দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত যাচনা করি।

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহ এবাদতের হকদার নহে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।

৬৪। ইহার পরেও যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে (জানিয়া রাখিও যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ফসাদকারীগণকে খুব ভালভাবে জানেন।

৭ম রুকু

৬৫। তুমি বল, হে আহলে-কিতাব! এস, (অন্ততঃপক্ষে) এমন এক কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বরাবর (এবং উহা এই) যে আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও এবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক না করি এবং আমরা যেন আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আপোসে একে অপরকে রব্ব স্বরূপ গ্রহণ না করি; অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদার।

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ না?

৬৭। শুন! তোমরাই সেই সকল লোক যাহারা (এমন বিষয়ে) বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল; তবে (এখন) কেন তোমরা ঐ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক কর যে বিষয়ে তোমাদের (কোনই) জ্ঞান নাই, এবং আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না।

৬৮। ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না বরং সে (আল্লাহ্‌র প্রতি) একনিষ্ঠ ও ফরমাঁবরদার ছিল এবং সে মুশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।

৬৯। ইব্রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক নিশ্চয় ঐ সকল লোক, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং ঐ সকল লোক, যাহারা (তাহার উপর) ঈমান আনিয়াছে; এবং আল্লাহ্‌ মোমেনগণের বন্ধু।

৭০। আহলে-কিতাবের মধ্য হইতে একদল আকাঙ্খা পোষণ করে যে হায় যদি তাহারা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকেই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিতেছে; কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

৭১। হে আহলে-কিতাব! কেন তোমরা (দেখিয়া শুনিয়া) আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছ।

৭২। হে আহলে-কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর? (ক্রমশঃ)

মূল :—হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
বঙ্গানুবাদ :—মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেহেশতের নেয়ামত এবং দোযখের দুঃখ দুঃখ-কষ্ট ; সাওয়াব ও সাজা, ক্ষমা মার্জনা—মাগফেরাত ঃ

৫৩৫। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "আল্লাহ্তায়ালা বলেন : 'আমি আমার নেক বান্দাগণের জন্য এত নেয়ামত তৈরী করিয়াছি যে, কোনো চক্ষু তাহা দেখে নাই, কোন কান তাহা শোনে নাই ; বরং কোনো মানুষের হৃদয়েও উহার ধারণার উদয় হয় নাই।' ইহার সত্যতার জন্য যদি চাও, তবে এই আয়াত পাঠ কর : 'কোনো মানুষের চক্ষু জুড়ানোর ঐ সব নেয়ামত সে জানে না, যাহা নেক লোকের জন্য তাঁহার গুপ্ত ভাণ্ডারে নিহিত আছে।" [বুখারী ; 'কিতাবুৎ-তফসীর ; 'সুরাহ তনযীল আস্ সেজদাহ, ফালা তাযলামু নাফসুম মা উখফিয়া ; ২:৭০৪ পৃঃ]

৫৩৬। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা জান্নাতবাসীদিগকে বলিবেন : 'হে জান্নাতবাসী। তাহারা বলিবে : 'হে আমাদের রাব্ব (সমস্ত), আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, আমরা উপস্থিত। তোমার নিকটই সব সৌভাগ্য, যাবতীয় মঙ্গল তোমার হাতে।' আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইবেন : 'তোমরা কি সন্তুষ্ট ? জান্নাতবাসী নিবেদন করিবে : 'হে আমাদের রাব্ব, আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না ? তুমি আমাদিগকে ঐ সবই দিয়াছ, যাহা তোমার অসংখ্য সৃষ্টিতে কাহাকেও দাও নাই।' অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইবেন : 'আমি কি তোমাদিগকে এই সব নেয়ামত অপেক্ষাও উত্তম নেয়ামত দিব না ?' জান্নাতবাসী বলিবে : "এই সবের উৎকৃষ্ট নেয়ামত আর কি হইতে পারে ?" আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইবেন : 'আমি তোমাদের প্রতি আমার 'রিযা' (সন্তুষ্টি) অবতীর্ণ করিব।' অর্থাৎ চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিব। অতঃপর, কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না।" ['মুসলিম ; 'কিতাবুল জান্নাতে ওয়া সিফাতে নুয়ামায়ুহা 'বাবু আহযলুরে'যওয়ানে ওআ আহলিল জান্নাহ ; ২:২৮৮ পৃঃ]

৫৩৭। হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে কতকগুলি কয়েদী (বন্দী) আনা হইল। কি দেখিলাম ? একটি স্ত্রীলোক কয়েদীগণের মধ্যে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতেছে। উৎকণ্ঠিতাবস্থায় ছুটাছুটি

করিতেছে। সে তাহার সন্তানকে তালাস করিতেছে। যখন সে তাহার সন্তান পাইল, উঠাইয়া বুকে লাগাইল, দুধ খাওয়াইল এবং অত্যন্ত শান্ত হইয়া বসিল। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "এই স্ত্রীলোকটি কি তাহার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে?" আমরা নিবেদন করিলাম: খোদার কসম, না'। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি ইহাপেক্ষাও অধিক দয়ালু ও স্নেহশীল এবং চাহেন না যে, তাঁহার বান্দাহ দোযখে যায়।" [বুখারী; কিতাবুল-আদব; বাবু রহমতুল-ওলাদে ওয়া তকবীলুহু ২:৮৮৭ পৃঃ]

৫৩৮। হযরত মায়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একদা যাত্রীবাহী গর্দভের পৃষ্ঠে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরোহণ করিয়াছিলেন। আমি পিছনে বসিয়াছিলাম। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন: "মায়ায, তুমি জান বান্দাগণের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার 'হক' কি? এবং আল্লাহ্‌তায়ালার উপর বান্দাগণের হক কি?" আমি নিবেদন করিলাম: "আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁহার রাসুল সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "বান্দাগণের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার হক এই যে, তাঁহার ইবাদত করে। তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌তায়ালার উপর বান্দাগণের হক এই যে, বান্দাগণের মধ্যে যাহারা শিরকের কার্য করে না, তাহাদিগকে শাস্তি না দেয়।" আমি এই শোনিয়া নিবেদন করিলাম: "আমি কি এই সুসংবাদ লোকের কাছে পৌঁছাইব না?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: রাখ। তাহারা এই কথা শোনিয়া ইহার উপর ঠেক দিয়া বসিয়া পড়িবেন এবং না বুঝিবার ফলে কর্ম (আমল) ছাড়িবে।" [অর্থাৎ বস্তুতঃ ব্যবহারিক চেষ্টা উদ্যোগই জীবনের প্রাণ]

৫৩৯। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দোযখ আগ্রহ তভিলাসে বেষ্টিত এবং জান্নাতে মুশকিলে ভর্তি।" অর্থাৎ দোযখের চারিদিকে আকাঙ্খার পুষ্পগুচ্ছ এবং বেহেশতের চতুর্দিকে বিপদাপদ মুশকিলের কাঁটা-কণ্টক। [মুসলিম; কিতাবুল জান্নাতে ওয়া সিফাতু নুয়ামায় আহলেহু; ২:৮৭ পৃঃ এবং তিরমিযি; ২:৭৯ পৃঃ]

৫৪০। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক মজলিসে লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, 'কিয়ামতের মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে?' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেন না এবং কথাবার্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। কতক লোক ভাবিল যে, হুযুর (সাঃ) গ্রাম্য ব্যক্তির কথা তো শোনিয়াছেন, কিন্তু পছন্দ করেন নাই। যাহা হউক, তিনি (সাঃ) যখন তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিলেন, তখন গ্রাম্য ব্যক্তির দিকে ফিরিলেন এবং ফরমাইলেন: "কিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি নিবেদন করিল: 'হে রাসুলুল্লাহ আমি উপস্থিত।' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: যখন আমানত সষ্ট করা হইবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করিবে।" ঐ ব্যক্তি বলিল: আমানত সমূহ কিরূপে বিনষ্ট হইবে? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "যখন অনুপযুক্ত, অনুপযোগী লোকের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ সপোর্দ করা হইবে, তখন কিয়ামতের ইন্তেজার করিবে।" [বুখারী; কিতাবুল ইলম 'বাবু মান সায়ালা ইলমান ওয়া হুয়া মুশতাগেলুন ফি হাদিসেহি; ১:১৪ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

কুরআন করীমের চিরন্তন মু'জেযা

আমি শ্রোতৃবর্গকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, সেই খোদা, যাঁহার মিলনে মানুষের মুক্তি ও অনন্ত সুখ নিহিত আছে, তাহা কুরআন শরীফের অনুসরণ ছাড়া কখনও পাওয়া সম্ভব নহে। হায়, আমি যাহা দেখিয়াছি লোকে যদি তাহা দেখিত এবং আমি যাহা শুনিয়াছি লোকে যদি তাহা শুনিত, যদি তাহারা গল্প-গুজব ছাড়িত এবং সত্যের দিকে দৌড়াইত, তাহা হইলে কত ভাল হইত! সেই পূর্ণ জ্ঞানের উপায় যদ্বারা খোদা দর্শন হয়, সেই ময়লা-বিধৌতকারী পানি যদ্বারা যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেই দর্পণ যদ্বারা সেই পরাৎপরের দর্শন লাভ হয়, এসকলই হইল সেই ঐশী বাক্যালাপ যে সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। যাঁহার আত্মায় সত্যের অন্বেষণ আছে, তিনি উঠুন এবং তালাস করুন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, যদি আত্মাসমূহে সত্যকার অন্বেষণ সৃষ্টি হয়, যদি হৃদয় সমূহে সত্যকারের তৃষ্ণা জন্মে, তবে মানুষ এই পথের অন্বেষণ করুক, ইহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাউক। কিন্তু এই পথ কোন্ পন্থায় খুলিবে? আবরণ কোন্ চিকিৎসায় দূরীভূত হইবে? সকল অন্বেষণকারীকে এই নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে কেবল ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দান করে। অন্য জাতিগণ খোদার এলহামের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ তালা দিয়া মোহরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখো, ইহা খোদার দিক হইতে মোহরযুক্ত তালা নহে, বরং বঞ্চিত হওয়ার জন্য ইহা মানুষের ছলনা মাত্র। নিশ্চিত জানিও, আমরা যেমন চক্ষু ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলিতে পারি না, তেমনি ইহাও সম্ভব নহে যে আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের মুখ দর্শন করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি এমন কাহাকেও পাই নাই, যে এই পবিত্র প্রস্রবণ ব্যতীত এই অনাবৃত মা'রেফাতের পেয়ালা পান করিয়াছে। (ইসলামী নীতি-দর্শন পৃঃ ১৮৭)

এস্তেগফার-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'এস্তেগাফারের আসল ও প্রকৃত অর্থ হইল খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করা যেন মানবসুলভ দুর্বলতা সংঘটিত ও প্রকাশিত না হয়, খোদাতায়ালা যেন তাহার স্বভাব প্রকৃতিকে স্বীয় শক্তির আশ্রয় দান করেন এবং নিজের হেফাজত ও সাহায্যের বেষ্টনিতে গ্রহণ করেন। এই শব্দটি 'গাফার' হইতে গঠিত যাহার অর্থ আচ্ছাদিত করা বা ঢাকিয়া দেওয়া। সুতরাং এস্তেগফারের অর্থ হইল খোদাতায়ালা যেন তাঁহার শক্তির দ্বারা এস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে ঢাকিয়া দেন। কিন্তু পরে সর্বসাধারণের জন্য ইহার অর্থকে আরও সম্প্রসারিত করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে ইহার অর্থ এই বুঝায় যে, বান্দার সংঘটিত গোনাহকে যেন খোদা-তায়ালা ঢাকিয়া দেন (উহা ক্ষমা করেন ও মোচন করিয়া দেন)। কিন্তু আসল ও প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, খোদাতায়ালা যেন তাঁহার খোদাসুলভ শক্তির দ্বারা এস্তেগাফারকারী ব্যক্তিকে তাহার

প্রকৃতিগত মানবসুলভ দুর্বলতা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন, নিজ শক্তি হইতে শক্তিদান করেন ও নিজ জ্ঞান হইতে জ্ঞান দান করেন এবং নিজ জ্যোতি হইতে জ্যোতি দান করেন। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাহার সহিত সম্পর্কচ্যুত ও পৃথক হইয়া পড়েন নাই। বরং তিনি যেমন খালেক (সৃষ্টিকর্তা) অর্থাৎ তাহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তিনি 'কাইয়ুম' (সংরক্ষণকারী)ও বটে, অর্থাৎ যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন উহাকে তাঁহার সাহায্য দানে সযত্নে সংরক্ষণ করেন। সুতরাং খোদার নাম যেহেতু 'কাইয়ুম' অর্থাৎ মুখলুককে নিজ ছত্রছায়ায় রক্ষণাবেক্ষণকারী, সেইহেতু মানুষের জন্য ইহা অপরিহার্য যে, সে যেমন খোদাতায়ালার 'খালেকিয়ত'-এর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি সে যেন তাহার সৃষ্টির-চিত্রকে খোদার 'কাইয়ুমিয়ত'-এর মধ্য দিয়া বিকৃতি হইতে রক্ষা করে .... সুতরাং মানুষের জন্য ইহা ছিল একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। সেজন্যই 'এস্তেগফারে'র নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহারই দিকে ইঙ্গিত করিয়া কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে: "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম"। সুতরাং তিনি 'খালেক'ও এবং 'কাইউম'ও। এবং মানুষ যখন সৃষ্টি হইয়া গেল, তখন 'খালেকিয়তে'র কাজ তো পূর্ণ হইল কিন্তু 'কাইউমিয়তে'র কাজ সদা সর্বদার জন্যই অব্যাহত। সেইজন্য চিরস্থায়ী এস্তেগফারে'র প্রয়োজন পড়িল। মোট কথা, খোদাতায়ালার প্রতিটি সিফতের বিবিধ ফয়েজ বা কল্যাণ আছে, এবং এস্তেগফার কাইউমিয়ত প্রসূত ফয়েজকে লাভ করার জন্য উপায় হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। ইহারই দিকে কুরআন শরীফের এই আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে—"ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন।" অর্থাৎ আমরা তোমরাই এবাদত করি এবং আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি যেন তোমার কাইউমিয়ত এবং রবুবিয়ত আমাদের সহায় হয় এবং পদস্খলন হইতে আমাদিগকে বাঁচায় যাহাতে এমন না হয় যে আমাদের দুর্বলতার প্রকাশ হয় এবং আমরা এবাদত পালনে অক্ষম থাকি।" [রিভিউ অফ রিলিওজিয়ন্স (উর্দু) পৃঃ ১৯২-১৯৫]

উঠ! তৌবা কর, নিজেদের মালিক আল্লাহকে সৎকর্মের দ্বারা রাজি কর। হিন্দু খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনই হইবে।

সুতরাং উঠ! তৌবা কর এবং নিজেদের মালিক (আল্লাহ্‌তায়ালা)-কে নেক কাজের দ্বারা রাজী কর। স্মরণ রাখিবে, বিশ্বাস বা আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তির শাস্তি তো মৃত্যুর পর-পারে নির্ধারিত, এবং হিন্দু বা খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনেই হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুম, অধিকার লঙ্ঘন, পাপাচার অবাধ্যতা ও অনাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তাহাকে ইহকালেই শাস্তি দেওয়া হয়; তখন সে খোদাতায়ালার শাস্তি হইতে পলায়ন করিতে পারে না। সুতরাং তোমাদের খোদাকে শীঘ্রই রাজী (সন্তুষ্ট) করিয়া লও...স্মরণ রাখিবে যে, তোমরা নিজেদের আমলের জোরে কখনও বাঁচিতে পারিবে না। সর্বদা ফজল (ঐশী কৃপা) মানুষকে রক্ষা করে, কর্ম নয়। হে করীম ও রহীম খোদা! আমাদের উপর ফজল বর্ষণ কর, আমরা যে তোমারই বান্দা এবং তোমার আস্তানায় পড়িয়া আছি! আমীন। (লেকচার লাহোর পৃঃ ৩৯)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আল্লাহতায়ালার ভালবাসা লাভের জন্য প্রয়োজন সীমা অতিক্রম হইতে দূরে থাকা। হিংসা এবং শত্রুতা নিজের কাছেও আসিতে দিওয়া।

দুনিয়ার দুঃখ দূর করাকে নিজ আদর্শ বানাইবে। দুঃখ পাইয়া অপরকে সুখ দান করিতে চেষ্টা করিবে।

দোয়া কর, এবং বহুত দোয়া কর, খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে দূরে থাক এবং তাঁহার রহমত লাভ করিতে যত্নবান হও।

তোমাদের হাসিমুখের উৎস হইতেছে খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার রহমত; সেইজন্য দুনিয়া তোমাদের মুখে উদ্ভাসিত হাসি ছিনাইয়া নিতে পারিবে না।

সূরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হযরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এই আয়াত পাঠ করেন :

ادعوا ربكم تضرعا و خفية - انه لا يحب المعتدين ٥
و لا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا -
ان رحمة الله قريب من المحسنين ٥ (الاعراف : ٥٢-٥٧)

এবং তৎপর তিনি বলেন :

প্রথমতঃ আমি বন্ধুগণের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতে চাই যে, আমলে ছালেহের অর্থ সময়োপযোগী কাজ করা। ভুল স্থানে ঠিক কাজ করাকেও ইসলাম উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না। এজন্য সময়োপযোগী কাজ করার নির্দেশ আছে। স্থান ঠিক হওয়া চাই, কাজও ঠিক হওয়া চাই। কেহ যদি আমাকে পত্র দিতে চায়, তাহা হইলে তার সঠিক ঠিকানা আমার অফিস হইবে, মসজিদে-আকসা নহে। যাহা হউক, বন্ধুগণ একথা মনে রাখিবেন যে, ইসলাম আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, সময়োপযোগী সৎ কাজ কর, অর্থাৎ আমাদিগকে এমন নেকী করার নির্দেশ দিয়াছে যাহা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হইতে হইবে, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে, তাহা হইলে নেকী হইবে। ...

একটি বিষয় সম্পর্কে আমি নিজ ধারাবাহিক চিন্তাধারা প্রকাশ করিতেছি। আমার এই ধারাবাহিক অভিমত প্রকাশের কারণ হইয়াছে এই যে, (পাকিস্তানের) জাতীয় পরিষদ একটি মীমাংশা করিয়াছে এবং আমি বলিয়াছিলাম, ইহার সম্পর্কে যতদূর সমালোচনার প্রয়োজন তাহা আমি জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারীতে করিব। কিন্তু যতদূর প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন, আমি এই কথা বলিতেছি যে, আমরা কোরআনের শরীয়তকেই চূড়ান্ত ও সঠিক শরিয়ত মনে করি, এবং উহার উপর আমল করা কর্তব্য মনে করি। কোরআন শরীফ খোদাতায়ালার নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভ করার

জন্য যে সব পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, আমরা উহার উপর চলাকে আবশ্যক মনে করি। এই পথেই আমাদের সমৃদ্ধি এবং সফলতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। কুরআন করীম আমাদিগকে মৌলিক ভাবে দুই প্রকারের কথা বলিয়াছে। একটি হইল, যাহা করিলে আল্লাহ্‌তায়ালা অসন্তুষ্ট হইবেন, উহা হইতে দূরে থাকা। দ্বিতীয়টি হইল, যে সব নির্দেশাবলী পালন করিলে খোদাতায়ালার মহব্বত, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি আমরা লাভ করিতে পারি। কোন খোৎবায় আমি ইহার একটা দিক বলিয়াছি, অন্য খোৎবায় আবার অপর দিক বলিয়াছি! অদ্য আমি ইহার জন্য আর একটি দিক এইরূপ বর্ণনা করিতে চাই, যে সম্পর্কে কোরআন বলিয়াছে যে, উহা করিলে খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন না, তিনি তাহাকে ভালবাসিবেন না, মানুষ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না—উহা হইল সীমা অতিক্রম করা।

আমি সুরা 'আ'রাফ' হইতে এখন যে আয়াত পাঠ করিয়াছি, উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, নিজ প্রভু ও স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে ডাক, তাঁহার কাছে দোয়া কর বিনম্রভাবে, ও অস্পষ্ট স্বরে এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁহার কাছে দোয়া কর, ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁহার কাছে দোয়া কর, ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁহার নিকট এই দোয়া কর, যে হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদের প্রভু, তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তুমিই আমাদের সৃষ্টি উত্তম ভাবে করিয়াছ, তুমি আমাদিগকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে শক্তি দান করিয়াছ, এবং সেইসব শক্তির উন্নতি সাধনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছ; ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে উন্নতি দান করিয়াছ; খোদাতায়ালা আমাদিগকে উন্নতি ও সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃত শরীয়াত কোরআন রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নিকট দোয়া কর, তিনি যেন আমাদিগকে শক্তি দান করেন, আমরা যেন সেই সব সীমার মধ্যে থাকিয়া, তিনি যে সব নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা পালন করিতে পারি এবং নিজের ক্রমোন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করিতে পারি। এই দোয়া বিনীত ভাবে কর, চুপে চুপেও কর, সমষ্টিগতভাবেও কর এবং একাকীও কর। এই কথা স্মরণ রাখ, যে পর্যন্ত না দোয়া করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারিবে, মানুষ স্ব স্ব অধিকার সমূহের সীমার মধ্যে থাকিতে পারেনা, সে উহা পদদলিত করে। যে ব্যক্তি অধিকার পদদলিত করে, তাহার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন:

"انه لا يحب المعتدين"।

আল্লাহ্‌তায়ালা সীমা-অতিক্রমকারিকে পছন্দ করেন না, তিনি তাহাকে ভালবাসেন না। সীমাতিক্রমের ফলে মানুষ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। ইহার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন:

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইবার পর, অধিকার সমূহ নির্দ্ধারিত হইবার পর, অধিকার সমূহ সুস্পষ্ট হইবার পর এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ঘোষণার পর যে, অধিকার আদায়ের জন্য জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার বন্টন এই নিয়মে হওয়া চাই, যাহার ফলে দুনিয়াতে শান্তির অবস্থা সৃষ্টি হয়, এবং ভীতির অবস্থা দূর হইয়া যায়—এই অবস্থা সৃষ্টি হইবার পর, তোমরা পৃথিবীতে, অশান্তি সৃষ্টি করিও না। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অনুযায়ী, এই পৃথিবীতে যাহা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বারা এক নতুন রূপ লইয়া দুনিয়ার সামনে আসিয়াছে, উহাতে অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি করিওনা। তারপর তাকিদ করিয়াছেন: খোদাতায়ালার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আশিস এবং রহমত লাভ কর, এবং তাঁহার সাহায্য এবং সহায়তা লাভ কর, যেন তোমরা সেই ভয় হইতে

মুক্তি লাভ করিতে পারে, যাহা বল পূর্বক অধিকার দখল করার ফলে সৃষ্টি হইয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। এই আশায় ও ভরসায় দোয়া করিতে থাকে, যেন আল্লাহ্‌-তায়ালার রহমত তোমাদিগকে অধিকারের সীমার মধ্যে রাখিয়া খোদাতায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে সামার্থ্য দান করে। তিনি আরও বলিয়াছেন : যদি তোমরা অপরের কল্যাণ সাধনকারী হও, যদি তোমরা আমার নির্দেশাবলী যাবতীয় পালন কর, তাহা হইলে তোমরা খোদাতায়ালার রহমত নিজেদের কাছেই পাইবে। অতএব আমার অদ্যকার বক্তব্যের বিষয় হইল এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

মানুষ সীমা লঙ্ঘন করার পর (যাহার অর্থ আমি এখনই বলিতেছি) খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারে না, নিজের জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

আরবী 'শব্দ اعتداء -এর বিভিন্ন অর্থ আছে, প্রায় যাবতীয় অর্থের প্রতিফলন এবং তাহার ঝলক 'এ'তেদা' শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'এ'তেদা'-এর অর্থ সীমা বা অধিকার অতিক্রম করা। যদিও অভিধানে এই শব্দ তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এখন মাত্র দুই প্রকারের অর্থ বর্ণনা করিব। সীমাতিক্রম করার এক অর্থ হইল, যেখানে অধিকার নাই সেখানে অধিকার চাওয়া। অধিকার অতিক্রম করার আর এক অর্থ হইল যে অপরের অধিকার যেখানে আছে, সেখানে অধিকার দিতে অস্বীকার করা : তেমনি নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য, নিজ বন্ধু আত্মিয়, সমমত অথবা সম বিশ্বাসীদের জন্য সেই সব অধিকার চাওয়া, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দ্ধারিত করেন নাই। ইহা হইল অধিকার সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করা। অপর দিক হইল, সেই সব অধিকার, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের জন্য, তাহার আত্মীয় পাড়া-প্রতিবেশী, এমন কি বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই যাবতীয় অধিকার যাহা খোদাতায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেইগুলি হকদারকে না দেওয়া এবং সেই সব অধিকার দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া, সীমাতিক্রমের অন্তর্গত। সেই কারণেই যখন অধিকার পদদলিত অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়, তখন সীমা অতিক্রমের অর্থ হইবে জুলুম ও শত্রুতা এবং হিংসা করিয়া অপরকে কষ্ট দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা রাখা এবং কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা। এইরূপ সীমা অতিক্রমকারীকে খোদাতায়ালা ভালবাসেন না এবং ভালবাসিবেন না। ইহা এক প্রবল ঘোষণা, যাহা উক্ত আয়াতে করা হইয়াছে। এই আয়াতের আলোকে যে অর্থ আমি বর্ণনা করিয়াছি, তাহা এই যে, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে সবিনয় দোয়ার মাধ্যমে যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের স্রষ্টা করুণাময় প্রতিপালককে সাহায্যের জন্য ডাকি, সে পর্যন্ত আমরা খোদাতায়ালার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে থাকিতে পারি না। অর্থাৎ নিজ সীমার মধ্যে থাকার জন্যও দোওয়ার প্রয়োজন। আজকাল অন্ধ পৃথিবী দোয়ার প্রতি জোর না দিয়া নিজ বিবেক-বুদ্ধির উপর গৌরব করিয়া থাকে। কোরআন করীমের নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে থাকার জন্য তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল, যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। তথাপি কোরআন করীম বলিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্ধারিত অধিকার প্রতিপালন অথবা ভোগ ও লাভ করার জন্য যে কার্যই কর না কেন, উহাতে সফলতা তখনই লাভ করিতে পারিবে, যখন তোমরা দোয়া করিবে। ভাল কথা, বিবেক-বুদ্ধিও আল্লাহ্‌র দান এবং তাঁহার বিরাট অনুগ্রহ, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিও সেই সময়ই সঠিক পথে কাজ করিবে যখন উহা খোদাতায়ালার হেদায়েত এবং ওহীর মাধ্যমে পাওয়া শিক্ষার আলো লাভ করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার জ্যোতি দান ব্যতিরেকে বিবেক-বুদ্ধি সেই আলো পাইতে পারে না, যাহাতে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে সফলতায় উপনীত করে। এতদ্বারা

আমরা এই সন্ধান পাইলাম যে, নিজ অধিকার লাভ করিতে হইলেও অপরকে শান্তি দিতে হইবে, এবং কষ্ট হইতে বাঁচাইতে হইলেও দোওয়া করিবার প্রয়োজন আছে। অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। কারণ, যে পর্যন্ত না বিনীত ভাবে, সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে দোয়ার মাধ্যমে খোদতায়ালার রহমত আকর্ষণ করিবে, সেই পর্যন্ত কেহ সত্যের সীমার মধ্যে থাকিতে সক্ষম হইবে না, নিজ অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টা সফল হইবে না, অপরের অধিকার আদায়ের জন্যও তাহার মধ্যে সত্যিকার অনুভূতি এবং আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না।

দ্বিতীয় কথা কুরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াত সমূহে আমাদিগকে এই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে স্বীয় অধিকারের সীমার মধ্যে না থাকে, বাড়াবাড়ী করে এবং সীমার বাহিরে চলিয়া যায়, অন্যের হক নষ্ট করে এবং হিংসা ও শত্রুতা করিয়া অপরকে কষ্ট দেয় এবং যাহা তার অধিকার নয়, তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা হারাইয়া ফেলে। এই সম্পর্কে আমরা দুনিয়াতে দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাই। এক, যাযারা অপরকে শান্তি পৌঁছাইয়া আনন্দ অনুভব করে, আবার এমনও লোক আছে, যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ অপরকে কষ্ট দিয়া আনন্দ লাভ করে। এই বাস্তবতা অল্প-বিস্তর পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। বর্তমানে পার্থিব দিক দিয়া যে সকল জাতি উন্নতি করিয়াছে, উহাদের উন্নতির রহস্য এখানেই নিহিত যে, তাহারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াছে যে অপরকে শান্তি দেওয়ার ফলে এবং অপরের দুঃখ দূর করার কারণেই জাতি উন্নতি করিয়া থাকে।

অনেক ঘটনা পড়িয়াছি, যথা ইংরেজ জাতির এক কালে তাহাদের সম্রাজ্যের উপর বড়ই গৌরব ছিল। পৃথিবীতে ইংরেজ জাতির শক্তি বিস্তার হইয়া ছিল। দুনিয়ার বৃহদাংশ তাহারা নিজেদের অধীন করিয়া লইয়াছিল। যদি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া অথবা অন্য কোন দূর অঞ্চলে কোন ইংরেজের দশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করা হইত, তাহা হইলে বৃটিশ শক্তি তাহা উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইয়া যাইত, এবং পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করিয়া উহা উদ্ধার করিয়া লইত ও যার স্বত্ব তাহাকে দিয়া দিত, ইহাতে তাহাদের যতই ব্যয় হউক না কেন, যেন এক ব্যক্তির মানসিক, দৈহিক এবং পার্থিব অধিকারের দিক দিয়া দশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হওয়াতে যে দুঃখ সে পাইয়াছে, উহা দূর করিবার জন্য সারা দেশ ও জাতি প্রস্তুত হইয়া যাইত। তাহারা ইহা বলিত না, আমাদের এত বড় সাম্রাজ্য, এত বড় সম্পদ, আমাদের এক ব্যক্তির দশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি আসে যায়? সুতরাং যে জাতি বা দেশ নিজ নাগরিকদের অধিকার আদায় করিবার জন্য সব সময় সতর্ক ও জাগ্রত না থাকে সে জাতি বা দেশ পৃথিবীতে উন্নতি করিতে পারে না। ইহা একটি বাস্তব সত্য, ইহাকে কোন বুদ্ধিমান অস্বীকার করিতে পারে না। ইহা বাস্তব হওয়া সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজদের মধ্যে এইরূপ লোকও দৃষ্টি গোচর হয়, যে অপরকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়া সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করে। এখন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময় তাহাদের বিরাট সম্রাজ্য ছিল, যে সম্পর্কে তাহাদের গৌরব ছিল যে তাহাদের সম্রাজ্যে সূর্য ডুবে না। (এখন সূর্য ডুবতে আরম্ভ করিয়াছে)। অস্তমিত হউক বা না হউক ইহাতে আমার কোন কিছু আসে যায় না, ইহাতে আমার কোন উদ্দেশ্যও নাই। প্রকৃত কথা হইল, যাহা দেখিবার বস্তু তাহা হইল এই যে, তাহারা যে উন্নতি করিয়াছিল উহার জন্য তাহারা যে সকল নীতি

অবলম্বন করিয়াছিল তন্মধ্যে এক নীতি এই ছিল যে, জাতির কষ্ট এবং ব্যক্তির কষ্ট দূর করার মধ্যেই জাতীয় জীবনের উন্নতি নিহিত।

যেমন আমি বলিয়াছি, কতক লোক পৃথিবীতে এইরূপ পাওয়া যায়, যাহারা অপরকে দুঃখ দিয়া নিজেরা আনন্দ পায়। অর্থাৎ বিকৃত স্বভাব সম্পন্ন লোক অন্যায় ভাবে পৃথিবীতে স্বীয় শক্তি এবং প্রচেষ্টাকে প্রমাণ করিবার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। যে জাতিগুলি অনুন্নত বা উন্নতিশীল তাহাদের মধ্যে আমরা এই দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাই, প্রথমতঃ যাহারা এই রহস্য সম্পর্কে অবগত নহে, এবং তাহারা নিজেদের ভাই বন্ধুদেরকে দুঃখ দান করিয়া খুশী ও আনন্দ অনুভব করে। যেমন তাহারা নিজেদের সন্তুষ্টি এবং আনন্দ লাভের জন্য অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের একাংশের মনোবৃত্তি এরূপ নহে, বরং তাহারা দেশের প্রত্যেক নাগরিককে শান্তি দিবার জন্য চেষ্টা করে। অনুন্নত জাতি এবং উন্নত জাতির মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে এই প্রবৃত্তি দৃষ্টি গোচর হয়।

এই ভূমিকার পর আমি আমার দেশের কথা বলিতেছি, আমাদের দেশে এই বিকৃত প্রবৃত্তি বহুলাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহাতে শুধু আহমদীয়াতের শত্রুতা নহে, বরং যেখানেই কাহাকেও আপনি নির্যাতন করিতে দেখিবেন, উহা সাধারণ নাগরিক হউক অথবা সরকারী কর্মচারী, তাহাকে দেখিয়া আপনি এই মনে করিবেন না যে শুধু মাত্র আহমদীয়তের কারণেই আপনাকে কষ্ট দিতেছে। আমাদের দেশে অনেককেই দেখিতে পাইবেন যাহারা একজন অপরকে যাতনা দিতেছে, যথা সুন্নি সুন্নিকে, শীয়া শীয়াকে কষ্ট দিতেছে, এবং নিজ গৃহে নিজ ভাইকে নির্যাতন করিতেছে। আপনি কি সংবাদপত্রে গৃহবিবাদের কথা পাঠ করেন না? সেখানেত ধর্মবিশ্বাসের ঝগড়ার কোন কথা নাই, একই গৃহে জন্ম লইয়াছে, একই মাতা-পিতার সন্তান, কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি এইরূপ যে এক ভাই অপর ভাইকে কষ্ট দিতে সুখ ও শান্তি অনুভব করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই ধরণের লোক সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের সেবকদের মধ্যেও রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রাধান্য না হওয়াই উচিৎ। ইংরেজদের সময়ও বৃটিশ সম্রাজ্যে যখন সূর্য ডুবিত না সম্ভবতঃ তখনও তাহাদের মধ্যে কোন কোন লোক দেখিতে পাওয়া যাইত যে অপরকে কষ্ট দিয়া সে আনন্দ পাইত। যখন জাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির লোক বেশী হইয়া যায়, যাহারা কাহাকেও শান্তি দেয় না, কষ্ট দেয়, দুঃখ নিবারণ করে না, বরং কেহ যদি সুখী হইতে চায় এবং সে আরামের সহিত জীবন যাপন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে এরূপ জাতি কখনও উন্নতি করিতে পারে না। কোন দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক চেষ্টার দ্বারাই দেশ ও জাতি গড়িয়া উঠে। যথা, দেশের প্রত্যেককেই যদি এক এক করিয়া বাছিয়া বাছিয়া দরিদ্র বানান হয় তাহা হইলে সমগ্র দেশই দরিদ্রে পরিণত হইয়া যাইবে। সবাইকে যদি লেখা পড়া হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে সেই জাতি মূর্খে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যা শিখান হয়, তাহার বিদ্যার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা হয়, যদি সে ব্যক্তি রুজী অন্বেষণ করার চেষ্টা করে, তাহার কাজে যদি তাহাকে সাহায্য করা হয়, খাদ্য অন্বেষণে তাহাকে পথ প্রদর্শন করা হয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাহাতে তাহার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় এবং সে ধনী ও সম্পদশালী হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দেশই সম্পদশালী হইয়া যাইবে। শতকরা পঞ্চাশ জন সম্পদশালী হইলে, আর পঞ্চাশজন গরীব হইলে সেই দেশ মধ্যমাকার হইবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া সেই দেশকে কেহ ধনীদেশ বলিয়া গণ্য করিবে না। এই কারণেই জমহুরীয়াত

বা গণতন্ত্রের অর্থ করা হইয়াছে (ছাত্র জীবনে এই বিষয়টি আমাকে পড়িতে হইয়াছে) যে সেই দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় যেখানে "One for all end all for one" নীতি কার্যকরী হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি জাতির জন্য এবং জাতি ব্যক্তির জন্য জীবন যাপন করে, ইহাই গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ। বড় বড় বিখ্যাত রাজনীতিবিদরা তাহাদের দার্শনিক আলোচনায় এই কথা বলিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি এই কথা বলিতে পারে না যে, আমি সকলের জন্য কোরবানী দিয়া অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইব, এই কারণে যে, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" তথা একজন ব্যক্তিও সবার জন্য এবং সবাই আবার একজনের জন্য—এই নীতি অনুসারে। মনে কর, কোন দেশের লোক-সংখ্যা ছয় কোটি। যদি এক ব্যক্তি ছয় কোটির জন্য কোরবাণী দিয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এই কারণে কোন ক্ষতি হইবে না কেননা তাহার জন্য ছয় কোটি লোকও কোরবাণী দিতেছে। অতএব এক ব্যক্তি যাহা হারাইয়াছে তাহার পরিবর্তে যাহা সে জাতির নিকট হইতে পাইয়াছে তাহা অনেক বেশী তাহা বিবেকের দিক দিয়াও বেশী এবং কার্যতঃও বেশী। জমহুরীয়াত যা গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে পঁচানব্বই লক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, দশ লক্ষ লোকের হক নষ্ট করিয়া ফেলিবে, এবং এই কথা বলিবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুকে যাতনাই দিতে থাকিবে। ইহার অর্থ জমহুরীয়াত বা গণতন্ত্র নহে। এই সম্বন্ধে কোরআন করীম বলে : انه لا يحب المعتدين

যখন জাতির বেশী সংখ্যক লোক সীমাতিক্রম করার পাপে জড়িত হইয়া যায়, এবং অধিকাংশ লোক পরস্পরকে কষ্ট দিতে থাকে, এবং যখন ধর্মে ধর্মে পার্থক্য, সম্প্রদায়ে সম্পদায়ে পার্থক্য, খান্দানে খান্দানে পার্থক্য, অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য, দেশে দেশে পার্থক্য হইয়া যায় এবং একে অপরকে যাতনা দিবার ভিত্তি গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে এই প্রকারের শত্রুতা এবং এই ধরণের মনোবৃত্তি যাহার উদ্দেশ্য একে অপরকে যাতনা দেওয়া এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করা হইয়া থাকে, উহা জাতি ও দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর হইয়া থাকে। এই জাতীয় মনোভাব যখন সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া যায়, দেশের অধিকাংশের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন জাতির ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি হয়, জাতির মুক্তি এবং তাহার সফলতা এবং উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ কোন জাতি পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না সেই জাতি ধর্মের কাজে খোদাতায়ালার প্রিয় হয় এবং পার্থিব কাজে খোদাতায়ালার সাহায্য লাভ করে। আমাদের খোদা শুধু দয়ালু নহেন, যিনি মোমেনদিগকে তাহাদের কাজের উত্তম ফল দান করেন এবং আমাদের আল্লাহ রব যিনি মোমেন ও কাফেরের জন্য মঙ্গলের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে, তাহাদিগকেও তিনি খাইতে দেন, পার্থিব উন্নতির মধ্যে ফিরিশতাগণ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন না, তাহাদের উন্নতি করিবার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ শুধু মাত্র এই জন্য উত্তেজিত হয় না যে, তাহারা খোদাতায়ালাকে চিনে না। বরং তাঁহার ক্রোধ সেই সময় উত্তেজিত হয় যখন তাঁহার সৃষ্টি এবং সৃষ্ট মানুষ অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়া যায়, তখন তাঁহার নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত হয়। নতুবা তাঁহার রহমত অনেক প্রশস্ত। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন :

رحمتی وسعت کل شیء

(অর্থাৎ আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে)। তেমনি ভাবে

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্তমান যুগ সম্পর্কে মিশরের পিরামিডে ক্ষোদিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন ও হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উম্মতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে আবির্ভূত করেন। ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ এবং বুজুর্গানে উম্মতের উক্তিতে যে সকল ভবিষ্যদ্বানী ও আলামত ও লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি বিগত বিরান্নব্বই বৎসর হইতে আমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এই সকল ভবিষ্যদ্বানী ও লক্ষণাবলীর পূর্ণতা ও প্রতিফলনে আমরা হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবীর যথার্থতায় গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া পাড়। কেননা তিনি ব্যতীত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহকারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দী হওয়ার দাবীদার আর অন্য কেহ নাই।

প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামাত কুরআন-হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অসাধারণ বিরোধিতার সম্মুখীন রহিয়াছে কিন্তু কুরআন-হাদিস এবং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী এই অন্ধ বিরোধিতার অবসান ঘটিয়া যাইবে এবং প্রকৃত ও জীবন্ত ইসলামের ঝাণ্ডাধারী জামাত আহ্‌মদীয়া উহার প্রতিষ্ঠাকালের দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনাতেই ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের আলোকোজ্জ্বল যুগে উত্তরণ করিবে। এই সেই ভবিষ্যৎদ্বাণী যাহা জামাত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ জগৎব্যাপী বারবার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের ঈমান এই যে, ইহা একটি অভ্রান্ত সুনিশ্চিত ঐশী-ভবিষ্যদ্বাণী যাহা নিঃসংশয়ে পূর্ণ হইবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কুরআন, হাদিস ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ এলহামের ভিত্তিতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঘোষিত উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যতীত অন্য বহুবিধ ধারার সংকেত-নির্দেশেও সপ্রমাণ হইতেছে যে আগত প্রায় শতাব্দীতে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিবে যদিও আমরা সেই সকল সংকেত-নির্দেশের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্যমত পোষণ করি না এবং সেগুলির উপর আমাদের ঈমান ভিত্তি-শীল নয় কিন্তু যাঁহারা এই ধরণের সূত্রের ইঙ্গিত-সংকেতে আকর্ষণ ও আস্থা রাখেন আমরা নিম্নে তাহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঐরূপ একটি অতি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলিয়া ধরিতেছি।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত দৈনিক "উর্দু টাইমস"-এর ১০ই জুলাই ১৯৮১ ইং সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় **"মিশরের পিরামিডের ভবিষ্যদ্বাণী—ইহাই ইমাম মাহদীর জামানা"** শীর্ষক একটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"নিঃসন্দেহে মিশরের উচ্চতম পিরামিডে খচিত পাথরে উৎকীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য ও সঠিক সাব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। এই পিরামিডটি কায়রো হইতে ৯ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত, যাহা আজ হইতে তিন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব যুগে মিশরের রাজা বা সম্রাটদের শবদেহ সংরক্ষণকল্পে নির্মিত হইয়াছিল। মিশরের এই পিরামিডের শ্বেতপাথরের গায়ে প্রাচীন মিশরীয় জ্যোতির্ষবিদরা রহস্যময় সাংকেতিক বর্ণমালায় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল রহস্যাবৃত লিপিসমূহ পড়িতে ও বুঝিতে খুবই কম সংখ্যক লোক সফলকাম হইয়াছেন। যাহারা সফলকাম হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যাও বিগত কয়েক হাজার বৎসরে বিস্তৃত সুদীর্ঘ কালে পাঁচ কি ছয় জনের অধিক নয়। আর সফলতার দাবীদার এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাও তাহাদের দাবীতে কতটুকু সত্য আমাদের কাছে উহা জানারও কোন মাপকাঠি নাই। ডেভিসন নামক একজন ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ এই সকল প্রস্তরলিপি পড়া ও বুঝার দাবী রাখেন। ২৫ বৎসর কাল ডেভিসন ঐ লিপিসমূহ পাঠোদ্ধারে ব্যয় করেন এবং পরিশেষে ১৯২৪ ইং সনে তাঁহার ধৃতপাঠ ও অধ্যয়নের সারবত্তা পুস্তকাকারে পেশ করিয়া দেন। ঐ পুস্তকটির নাম হইল "The Great Pyramid and Its Divine Messege"। মিশরীয় মহান পিরামিড এবং উহার আধ্যাত্মিক বাণী)। উক্ত পুস্তকের বক্তব্য অনুযায়ী মিশরীয় পিরামিডের প্রস্তর লিপিগুলিতে পৃথিবীর সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার শেষ পরিণাম পর্যন্ত আদ্যোপান্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ক্ষোদিত রহিয়াছে। এই সকল প্রস্তরলিপিতে লিখিত আছে :

খ্রীঃ পূঃ ৫০০ সনে অত্যাচারের তাড়নায় বনি ইস্রাইলদের মিশরে আসিয়া বসবাস এবং তারপর অন্যান্য দেশে নির্বাসন—যাহা অবিকল সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে। তেমনি ভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ারও উল্লেখ আছে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ৫৬৭ সনে জন্ম এবং ৬৩২ সনে মৃত্যুবরণও লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গেজ খানের উত্থানের উল্লেখ আছে। ১৮২০ সনে অগ্নিবর্ষী পদার্থ বারুদ আবিষ্কার হইবে। অষ্টদশ শতাব্দীতে নেপোলিয়নের ওয়াটার লু যুদ্ধ, তুরস্কের স্বাধীনতা, রুশ এবং ইউরোপের রাজনৈতিক সমঝোতা সম্পর্কিত ইঙ্গিতাবলী স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ১৯১১ সনে চীনের বিপ্লব এবং গণসরকার প্রতিষ্ঠা, ১৯১৪ সনে একটি বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উক্ত প্রস্তরসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

ডেভিসন ঐ লিপিসমূহের আলোকে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, যাহা ১৯২৪ ইং সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সন্দেহের অবকাশ আছে যে, ডেভিসন হয়তো বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়াই ঐ সকল কথা নিজ পক্ষ হইতে রচনা করিয়া লিখিয়াছেন।

কিন্তু পুস্তকটিতে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শুধু ১৯২৪ পর্যন্তই সীমিত নয় বরং উহাদের ধারাবাহিক শৃঙ্খল উহার পরও সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী কল্পনাতীতরূপে সত্য সাব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। অক্ষরে অক্ষরে যে-সকল পূর্ণ হইয়াছে উহাদের মধ্যে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ :

- ১৯২৬ সনে প্রথমবারের মত অর্থনৈতিক মন্দা ও বিপর্যয় দেখা দিবে।
- ১৯৩৩ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং ১৯৪৫ সনে শেষ হইবে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৩৭ ইং সনে শুরু হইয়াছিল।)
- ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে এবং উহার দুইটি ভাগ হইবে।
- ১৯৪৮ সনে ইস্রাইলের দ্বিতীয়বার উত্থান সংঘটিত হইবে।
- ১৯৬০ সনে আফ্রিকা এবং অন্যান্য ১৬টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।
- ১৯৬৫ সনে আমেরিকা ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ করিবে। এবং ভারতবর্ষের উভয় ভাগে পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবে।
- ১৯৬৯ সনে চন্দ্রে মানুষের পদার্পন।
- ১৯৭০ হইতে ১৯৮০ সনে বৈজ্ঞানিক আবিস্কার সমূহে বিপুল উন্নতি ঘটিবে। দ্রুতগামী উড়োজাহাজ এবং ধ্বংসাত্মক বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সমূহ আবিস্কৃত হইবে।
- ১৯৭১ সনে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, এবং উহার সাথে সাথেই যুদ্ধের ভয়াবহ ঘনঘটা ছাইতে আরম্ভ করিবে।
- ১৯৮২ সনে বিভিন্ন প্রকারের দুরারোগ্য ব্যধি বিস্তার লাভ করিবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। অসংখ্য লোক ক্ষয় হইবে।
- ১৯৮৩ সনে বন্যা, ব্যাপক ধ্বংসলীলা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি বিস্তার ; জগতের প্রতিটি দেশ যুদ্ধের আওতাভুক্ত হইবে।
- ১৯৮৫ সনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরূপ এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিবে যিনি শান্তি-স্বস্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারে যুদ্ধক্লিষ্ট পরিবেশের অবসান ঘটাইবেন। (এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা বুঝা যায় যে আমাদের কিতাব সমূহে যে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর উল্লেখ আছে তিনি জগতে কোথাও উহার কিছুকাল পূর্বেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এখনও প্রকাশ্যভাবে সকলের জ্ঞানগোচর হন নাই। তাহা ১৯৮৫ সনেই সুপ্রকাশিত হইবে যখন সমগ্র মানবজাতি সাধারণভাবে খোদাভক্ত হইয়া যাইবে।)

মিশরের পিরামিডে খচিত প্রস্তর-লিপি সমূহে ক্ষোদিত ভবিষ্যদ্বানী সমূহ ২০০০ সন পর্যন্তের পাওয়া যায়। উহার পরে লেখা আছে যে, সমগ্র জগত শান্তি ও স্বস্তির চিরস্থায়ী আবাসে পরিণত হইবে। যথাসম্ভব কিয়ামতকাল উহাই হইবে এবং উহাই হইবে অনন্ত জীবনের সূচনা-বিন্দু। (আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বাপেক্ষা সঠিক বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।)

১৯৮৯ সনে বিশ্বব্যাপী সকলের ইসলাম গ্রহণের দিকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ এই সকল বিচিত্রময় রহস্যপূর্ণ লিপি অনুযায়ী তখন হইতেই আরম্ভ হয়। উহার পর আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ নাই।"

(দৈনিক 'উর্দু' টাইমস' বোম্বে, ১০ই জুলাই ১৯৮১ পৃঃ ২)

উপরে উদ্ধৃত সংবাদটি পাঠ করার পর হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি পাঠ করুন:

"আহমদীয়তের আগামী শতাব্দী যাহা দশ বৎসর পরে শুরু হইবে উহা ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী হইবে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষা তখন সমগ্র জগৎ ব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। পারস্পরিক মনোমালিন্য সংঘর্ষ উদ্বেগ-উত্তেজনা ও লুণ্ঠন-শোষণের অবসান ঘটিবে এবং মানবমণ্ডলী রব্বে-করীম (মহানুভব স্রষ্টা ও পালনকর্তা)-কে চিনিয়া লইবে এবং তাঁহার প্রশংসার গীতি গাহিবে।"

(সাপ্তাহিক 'বদর' ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭১ইং পৃঃ ১)

মিশরীয় পিরামিডে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীকে যদি সত্য ও সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় ইহা স্পষ্ট যে, ১৯৮৯ইং সনে যখন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা ঘটিবে—তখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষা সমগ্র জগৎব্যাপী বিস্তৃর হইয়া পড়িবে"—এবং মিশরীয় পিরামিড অনুযায়ী ১৯৮১ইং হইতে শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তার যুগ আরম্ভ হইবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলে ইসলাম কবুল করিবে।

আমাদের দোওয়া এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মিশরীয় পিরামিড খচিত যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও সংকেত নির্দেশে বিশ্বাসী লোকদিগকে সত্য ও সঠিক দিকে পথ প্রদর্শন করুন যাহাতে তাঁহারা ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সনাক্ত করিয়া ইসলামের প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক বিপ্লব অভিযানে শামিল হওয়ার তওফিক লাভ করিতে পারেন। আল্লাহুমা আমীন।

[সপ্তাহিক 'বদর' (পূর্ব পাঞ্জাব—ভারত) ৩০শে জুলাই ১৯৮১ইং পৃঃ ৯]

মূল: মোঃ মোহাম্মদ হামিদ কাওসার
ইনচার্জ, বোম্বে আহমদীয়া মুসলিম মিশন

অনুবাদ:—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী, বাঃ আঃ আঃ, ঢাকা।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।। যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুরয়ে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]
—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতর পর—৩)

হযরত মুহম্মদ (সাঃ -এর পিতামাতা

এমন অধঃপতিত জাতির মধ্যেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ্ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পিতামহ আবদুল মুত্তালেব তাঁহাকে ও তাঁহার মাতা হযরত আমেনাকে তত্ত্বাবধান করিতেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী তায়েফের নিকট বসবাসকারী হালিমা নাম্নী এক স্ত্রীলোককে তাঁহার ধাত্রী নিয়োগ করা হইয়াছিল। আরবগণ তাহাদের শিশুকে গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের নিকট অর্পন করিত যাহাতে শিশুর ভাষা মার্জিত হয় ও তাহার স্বাস্থ্য সুগঠিত হয়। হযরত আমেনা তাঁহার পিতৃকুলের সকলকে দেখাইবার জন্য শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে ছয় বৎসর বয়সে মদীনায় লইয়া যান। মদীনা হইতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহাকে পথিমধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। একজন ক্রীতদাসী তাঁহাকে মক্কায় লইয়া আসে এবং তাঁহার পিতামহের নিকট সোপর্দ করে। শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন আট বৎসর তাঁহার পিতামহ মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং তাঁহার অসিয়ত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের উপর তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়। ঐ সময় তাঁহার দুই তিনবার আরবের বাহিরে ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। একবার তিনি বার বৎসর বয়সে তাঁহার চাচা আবু তালেবের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার চাচা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভ্রমণ সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা ইতিহাসে এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে জেরুজালেম প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ কোথাও নাই। ঐ সময় হইতে যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত তিনি মক্কাতেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

হেলফুল-ফুজুলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অংশগ্রহণ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শৈশবকাল হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি অন্যান্যদের ন্যায় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইতেন না। অবশ্য তিনি ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতেন। মক্কা ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্র সমূহের বিরামহীন যুদ্ধে অতিষ্ঠ হইয়া মক্কার কতিপয় যুবক অত্যাচারিত দলকে সাহায্য করিবার জন্য 'হেলফুল-ফুজুল' নামে এক সমিতি গঠন করিলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অতি উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করিলেন। এই সমিতির সদস্যবৃন্দ নিম্নোক্ত শপথ গ্রহণ করেন :

"সমুদ্রে এক ফোঁটা পানি থাকা পর্যন্ত তাহারা অত্যাচারিতদের সাহায্য করিবে ও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে এবং যদি তাহারা ইহা করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবে।"

সম্ভবতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যতীত অন্য শপথকারীদের কাহারও এই শপথকে কার্যকরী করিবার সুযোগ হয় নাই।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুয়তের দাবী করিলে মক্কার সরদার আবু জেহেল তাঁহার বিরোধীতা করিতে লাগিল এবং মক্কাবাসীগণকে বলিতে লাগিল, 'মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত তোমরা কথাবার্তা বলিও না। সম্ভাব্য সকল প্রকারে তাঁহাকে অপমান ও অপদস্থ কর।'

ঐ সময় আবু জেহেলের নিকট গ্রামবাসী এক ব্যক্তির কিছু অর্থ পাওনা ছিল। সে মক্কায় আসিল এবং আবু জেহেলের নিকট তাঁহার প্রাপ্য অর্থ ফেরৎ চাহিল। আবু জেহেল তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিল। ঐ ব্যক্তি মক্কার কোন কোন ব্যক্তির নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করিল অতঃপর কতিপয় যুবক অসৎ উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট যাইতে বলিল এবং আবু জেহেলের নিকট হইতে তাহার পাওনা আদায়ের ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য চাহিতে বলিল। যুবকগণ ভাবিয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কাবাসীগণ ও আবু জেহেলের চরম বিরোধীতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার নিকট যাইবেন না এবং তাহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিবেন, ফলে তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি) সমগ্র আরবে অপদস্থ হইবেন ও ওয়াদা ভঙ্গকারী বলিয়া আখ্যায়িত হইবেন। আর যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য আবু জেহেলের নিকট যান, তাহা হইলে আবুজেহেল তাঁহাকে অপমানিত করিয়া তাহার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট গেল এবং আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল তিনি এক মুহূর্ত ও ইতঃস্ততঃ না করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। আবুজেহেলের দরজায় করাঘাত করিলে আবুজেহেল তাহার গৃহ হইতে বাহিরে আসিল এবং দেখিল যে, তাহার পাওনাদার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সহিত তাহার দরজার সম্মুখেই দণ্ডায়মান। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎক্ষনাৎ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাহার নিকট টাকা পায় এবং সে যেন ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দেয়। আবুজেহেল কালবিলম্ব না করিয়া ঐ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিয়া দিল।

যখন মক্কার সর্দারগণ আবুজেহেলকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "তুমি আমাদিগকে এই কথা বল যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অপদস্থ কর এবং তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না। কিন্তু তুমি নিজে তাহার কথা রাখিয়াছ এবং তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ।" উত্তরে আবুজেহেল বলিল, "খোদার কসম, তোমরা যদি এমন অবস্থায় পড়িতে তোমরাও এই কাজই করিতে। আমি মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাম ও ডান কাঁধে দুইটি উট দেখিয়াছিলাম যাহারা আমার ঘাড় মটকাইয়া আমাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত ছিল।"

আল্লাহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন তাহার বর্ণনায় কোন সত্যতা আছে কিনা অথবা এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে কোন নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন কিনা অথবা শুধু সত্যেরই প্রভাব তাহার উপড় পড়িয়াছিল এবং সকল মক্কাবাসী কর্তৃক নিন্দিত উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত ব্যক্তি এক নিরুপায় ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার প্রেরণায় কাহারও প্রকাশ্য সাহায্য ব্যতীত একই মক্কার সর্দারের দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, সে যেন নিষ্ঠার সহিত ঐ নিরুপায় ব্যক্তির প্রাপ্য হক পরিশোধ করিয়া দেয়। এই অপূর্ব দৃশ্য তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং তাহার অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছাকে দমন করিয়া দিল ও সত্যের নিকট তাহার মস্তক অবনত করিতে তাহাকে বাধ্য করিল। (ক্রমশঃ)

মূল—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)
অনুবাদ—অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান

ঃ সংবাদ ঃ

স্পেনে সর্বপ্রথম নির্মিয়মান মসজিদে জুম্‌য়াতুল-বেদা ও ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত

স্পেনে বিগত সাতশত বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ অন্ধকারময় যুগের পর পুনঃপ্রস্ফুটিত ইসলামী জ্যোতির্বিকাশের প্রথম কিরণরূপে কর্ডোভার নিকটবর্তী পেড্রোআবাদে নির্মিয়মান সুরম্য মসজিদ-টিতে বিগত রমজান মাসের জময়াতুলবেদা এবং ঈদুল-ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখযোগ্য যে, হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জামাত আহমদীয়ার অদম্য কুরবাণী ও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একক উদ্যোগের ফলে বিগত ৯ই অক্টোবর ১৯৮০ইং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) নিজ হস্তে উক্ত মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহার কয়েক মাস পর হইতেই নির্মাণ কাজ অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এপর্যন্ত মেহরাব এবং মসজিদ-চত্বরে টায়েলস খচিত দক্ষিণ অর্ধাংশে মুসাল্লা বিছাইয়া সেলসেলা আলিয়া আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌঃ ইকবাল আহমদ নজম সাহেবের ইমামতীতে সমবেত আহমদীগণ তাহাদের পরিবার এবং কিছুসংখ্যক অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতাসহ জুময়াতুল বেদা ও ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন। ঈদের নামাজ ও সারগর্ভ খোৎবার পর উপস্থিত সকলকে ফল-ফলাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে অভ্যাগত উৎসুক খ্রীষ্টান অতিথিবৃন্দের পক্ষ হইতে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়। তকবীরাত ও দরূদে মুখরিত এই অতি দুর্লভ স্বর্গীয় সন্তোষ ও স্বস্তিপূর্ণ পরিমণ্ডলে পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে স্পেনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রথম মসজিদটি আবাদ করার সুযোগ লাভে সকলই অত্যন্ত আনন্দিত এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় নিমগ্ন ছিলেন।

"উপাসনালয় সমুহের উপর আক্রমন অতি ভয়ানক ফেৎনা"

—আরব লীগের জেনারেল সেক্রেটারী

লণ্ডন ৩০শে আগষ্ট (বি বি সি)-আরব লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শাজলী কুলাইবী গতকাল টিউনিসে সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ করিতে গিয়া ভিয়ানার ইহুদী উপাসনালয়ের উপর দুইজন আরব কর্তৃক পরিচালিত পিস্তল ও হাতবোমার দ্বারা আক্রমনের নিন্দা করিয়া বলেন যে "ইসলাম সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং কোন ধর্মেরই অবমাননা করা মোটেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে না। উপাসনালয় সমুহের উপর আক্রমণ করাটা অতি ভয়ঙ্কর ফেৎনা, ইহা বিশৃঙ্খলা ও অনর্থ ঘটানর নামান্তর এবং ইসলামী শিক্ষা ও নীতিমালা এরূপ আক্রমণের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি আরও বলেন যে, পেলষ্টাইন লিবারেশন ফ্রন্টের নীতি-মালাও এরূপ ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দান করে না। যে সকল আরব এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে, উহা তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কার্য এবং প্রতিটি মুসলমানই এইরূপ ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিবে।" [দৈনিক নওয়ায়ে-ওয়াক্ত, লাহোর, ৩১শে আগষ্ট ১৯৮১ ইং পৃষ্ঠা ১০]

অনুবাদও সংকলন—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

দোয়ার আবেদন

গত ২৯শে আগষ্ট রোজ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের মৌড়াইল নিবাসী বিশিষ্ট মুখলেস আহমদী ভ্রাতা জনাব আনু মিঞা খন্দকার সাহেব (৪১) পাগলা কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি এখন চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আশু পূর্ণআরোগ্যের জন্য জামাতের সকল ভাই বোনের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট, বি, বাড়ীয়া আ আঃ

শুভ বিবাহ

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদীপাড়া নিবাসী জনাব মৌঃ ধনুখাঁন সাহেবের ৩য় পুত্র জনাব আইয়ুব খাঁনের সহিত করাচী (পাকিস্তান) নিবাসী জনাব মোঃ মোহসীন সাহেবের ১মা কন্যা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব এ, বি, এম শফিকুল আলম (বরকত) সাহেবের ভাগ্নি মোছাঃ মমতাজ বেগমের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে ৩৯,৯৯৯ (উনচল্লিশ হাজার নয় শত নিরানব্বই টাকা) দেন মোহর ধার্যে সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ বাবরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

জুমার খোৎবা

(১২ পাতার পর)

কোরআন করীম বলিয়াছে, যাহাদের যাবতীয় দৃষ্টি প্রচেষ্টা এবং কাজ দুনিয়ার জন্য হইয়া গিয়াছে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে দুনিয়া দিয়াছেন।' কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে 'আমলে সালেহ' পালন করিবার পর আল্লাহতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার পথে কোরবানীর ফল এবং বিনিময় পরকালে পাইবে। এইখানে মাত্র নেক আমলের ফল এবং বিনিময়ের ক্ষুদ্র ঝলক দৃষ্টি গোচর হইবে। সুতরাং হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) 'মালিকি ইয়াওমদ্দীন'-এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন : ইহার সম্পর্ক সেই সব কার্য সমুহের সঙ্গে রহিয়াছে, যাহা ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ পালন করে. অথবা মানুষ খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাহা করিয়া থাকে, যেমন অর্থের দ্বারা, সময়ের কোরবানীর দ্বারা এবং নিজের সুখ এবং আরাম ছাড়িয়া দিয়া মানুষ যাহা করে, তাহার পূর্ণ বিনিময় মানুষ মৃত্যুর পরপারে পাইবে, যেখানে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি এইভাবে সামনে আসিবে যে, মানুষ প্রকৃত সুখ এবং আনন্দ লাভ করিবে। আমরা সকলে খোদাতায়ালার নিকট আশা করি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সকলের জন্য প্রকৃত সুখের উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। (ক্রমশঃ)

[দৈনিক 'আল-ফজল' ৫ই এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে অনুদিত এবং জুলাই ও আগষ্ট ১৯৭৫ ইং-এর পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' সংখ্যাগুলি হইতে পুনঃ প্রকাশিত।]

অনুবাদ : মৌঃ এ. কে, এম, মুহিবুল্লাহ,
সদর মুরুব্বী, (অবসর প্রাপ্ত)

মজলিশে আনসারুল্লাহর আঞ্চলিক ইজতেমা

মোহতরম নাজেমে আলা সাহেবের নির্দেশক্রমে এলান করা যাইতেছে যে, ইনশাআল্লাহ্ আগামী ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮১ রবিবার ঢাকা মজলিশে আনসারুল্লাহর ঢাকা বিভাগীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। শনিবার শেষরাতে নামাজ তাহাজ্জুদ দ্বারা ইজতেমার প্রোগ্রাম শুরু হইবে। বন্ধুদের শনিবার ৩রা অক্টোবরের মধ্যে ঢাকা দরেস্ত-তবলীগে উপস্থিত হইতে হইবে।

অতএব, সকল আনসার ভ্রাতাদের ইহাতে অধিক সংখ্যায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। মজলিশের চাঁদা ও ইজতেমার ধার্য্যকৃত চাঁদা আদায় করিয়া সাথে করিয়া নিয়া আসিবেন এবং ইজতেমা শুরু হইবার পূর্বেই জমা দিয়া আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতের উত্তরাধিকারী হইবেন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সাধারণভাবে সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির এবং বিশেষভাবে সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবানের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ইং হইতে বয়তুলমাল ইন্সপেক্টর জনাব আশরাফ আলী সাহেব তাহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদে তিনি আর বহাল নহেন।

কৃতি ছাত্র

চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব নাজির আহমদ সাহেব [ডভিশন্যাল কায়েদ, খোঃ আঃ] এর জ্যেষ্ঠ কন্যা বুশরা আহমদ (নিশু) ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সেন্ট মেরীজ স্কুল, চট্টগ্রাম হইতে প্রথম গ্রেডে টেলেন্ট পুলে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ দ্বীন ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকল বন্ধুর নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ থাকে যে সে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের নাতনী।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে, বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট অবসর প্রাপ্ত পেশকার (এস ডি ও – বগুড়া) জনাব মৌঃ মনসুর আলী সাহেব বিগত ২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ইং বগুড়াস্থ তাঁহার বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাহ রাজিউন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৬৮ (আনুমানিক)। তিনি এক স্ত্রী, এক ছেলে এবং ৪ মেয়ে রাখিয়া যান।

তিনি ভূতপূর্ব বঙ্গীয় আমীর মরহুম খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাংলাদেশ রেভেনিও বোর্ডের মেম্বার জনাব তাবারক আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মরহুম আজীবন জামাতের বিভিন্ন প্রকার খেদমত অতি এখলাসের সঙ্গে পালন করার তওফিক পাইয়াছেন।

তাহার রূহের নাগফিরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজনের ধৈর্য্য ধারণ এবং সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতরে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor